দৈনিক খবর

তারিখ ... 13 FEB 1990
পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম ... ৬ ...

25

২৮/

প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ প্রসংগে

দীর্ঘদিন পর এ বছর সরকার প্রাথমিক শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ করতে যাচ্ছেন। এতে বেকার সমস্যার কিছুটা সমাধান হবে এবং দীর্ঘদিনের শূন্য পদ পূরণ হয়ে লেখা পড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগের ব্যাপারে সরকার যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন তাও প্রশংসনীয়।

কিন্তু এত কিছু করা সত্ত্বেও দূনীর্তি কি দমন করা সম্ভব হল? আমি গত ২৬/১/৯০ তারিখে আমার এক আত্মীয়কে পটুয়াখালী প্রাথমিক শিক্ষক/শিক্ষিকা নির্বাচনী (লিখিত) পরীক্ষার কেন্দ্রে পৌছে দেয়ার জন্য গিয়েছিলাম। পরীক্ষার পূর্বক্ষণে আমি সরকারী কলেজের (অর্থাৎ কেন্দ্রের) উত্তর পার্শ্বে থাকাকালীন সময়ে দেখি যে, বাউফল উপজেলাধীন দাসপাড়া ইউনিয়নের বকুলতলা সরকারী প্রাথমিক দাসপাড়া ইউনিয়নের বকুলতলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জনৈকা সহকারী শিক্ষিকা ঐ কেন্দ্রের দোতালায় প্রবেশ করেন। তাই আমার সন্দেহ হওয়াতে আমি তাকে অনুসরণ করিএবং দেখি তিনি ৮৪১ নং সিটে গিয়ে বসেন। আমি পরীক্ষা আরম্ভ হওার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ঐ রুমে ছিলাম এবং আমি তাকে ঐ সিটেই বসা অবস্থায় দেখে আসি এবং এই সত্যতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকি। এবং দেখি পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৩০মিঃ পূর্বেই উক্ত শিক্ষিকা পরীক্ষা শেষ করে বের হয়ে গেলেন।

এখন প্রশ্ন হল সরকার প্রার্থীদের ছবি নিলেন এবং স্বহস্তে লিখিত দরখাস্ত নিলেন, অথচ কি করে এটা সম্ভব হল? এই দুর্নীতির সমাধান কোথায়? এব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি। সরেজমিনে এই দুর্নীতির তদন্ত পূর্বক প্রকৃত দোষীদের শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হোক।

মোঃ শাহ আলম
গ্রাম : নওমালা,
উপজেলা : বাউফল,
জেলা : পটুয়াখালী।